118262 - রযিকিরে মাধ্যম হারয়িে ফলোর ভয় কীভাবে কাটাবনে?

প্রশ্ন

আমি একটি প্রাইভটে বশ্বিবদ্যিালয়রে শক্ষিার্থী। এখন আমি তৃতীয় বর্ষে পড়ছি। গ্রাজুয়টে হয়ে বরে হওয়ার দুই বছর বাকি আছ। বশ্বিবদ্যিালয়ে পড়াশনোর খরচ অনকে বশেি। আল্লাহর অনুগ্রহে আমার পরবিার (আল্লাহ তাদরেকে বরকত দনি) এই খরচ বহন করছ। কন্তিু ইদানীং আমি ভবষ্যিত নয়িে খুব বশেি দুঃশ্চন্তিায় ভুগতে শুরু করছে। যমেন: যনিি আমার খরচ বহন করছনে তার মৃত্যুর ব্যাপার। এমনটি ঘটলে আমার পড়াশনো চালয়িে যাওয়া সম্ভব হব না। মানুষজন এখন থকেইে আমাকে 'ডক্তর' বলে ডাক। আমি সম্মানতি হওয়ার পর লাঞ্ছতি হওয়ার আশঙ্কা করছ। আল্লাহ জাননে য, আমার অন্তরে আমি কোনো অহংকার লালন করি না। আমি এখন থকেইে আমার কাঙ্ক্ষতি সার্টফিকিটেকে আমাদরে মর্যাদাপূর্ণ দ্বীনরে কল্যাণে কাজে লাগানোর সর্বোচ্চ চষ্টো করছ। কন্তিু, এই দুঃশ্চন্তিার অনুভূতি এ কারণে য কোনো কারণে আমি গ্রাজুয়টে হতে পারব না। আর সে জন্য আমি বশ্বিাস করতে শুরু করছে যে আমার ভরণ-পোষণরে ব্যবস্থা করনে আমার বাবা-মা; আল্লাহ না!! আমি আমার আকীদা নয়িে আশঙ্কায় আছ। আশা করি কার্যকরী ঈমানী কছিু পন্থায় আমাকে সাহায্য করবনে; যাতে আমার এই বশ্বিাস বড়েে যায় য আল্লাহ যা চান তাই করনে। তনিি আমাদরে জন্য কল্যাণকর কছিু চান।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

সম্মানতি ভাই,

আপনি নজিরে চকিৎিসা সর্বোত্তম যভোবে করতে পারনে তা হলো: আপনি মাধ্যম ও মাধ্যমগুলোর স্রষ্টার মাঝে পার্থক্য করতে পারা। আল্লাহ তাআলা হলনে মাধ্যমগুলোর নর্িধারক ও স্রষ্টা। আর মানুষ, চাকুরি, কাজ— এ সব কছিু নছিক মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলাই রযিকিদাতা। তনিি রযিকিরে জন্য বভিন্নি মাধ্যম নর্িধারণ করে রখেছেনে। য ব্যক্তরি আকীদায় সমস্যা রয়ছে, সে মাধ্যমকে মাধ্যমরে স্রষ্টার মর্যাদা দয়িে ফলে। ইসলামে একজন মুসলমি কখনো মাধ্যমরে স্রষ্টার দকিে না তাকয়িে কবেল মাধ্যমরে উপর নর্িভর করে না। আবার ইসলামে মাধ্যম থকেে বচ্ছিন্নি হওয়া ও মাধ্যম পরত্যিাগ করাও সমর্থন করা হয় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “একদল আলমে যা বলছেনে সটো জানা জরুরী। তাদরে বলনে: মাধ্যমরে প্রতি অতি মনোনবিশে তাওহীদরে ক্ষত্রেে শর্কি। মাধ্যমকে মাধ্যম বলে স্বীকৃতি প্রদান না করা আকলরে ক্ষত্রেে কমতি। 'মাধ্যম' থকেে পুরোপুরি মুখ ফরিয়িে নওেয়া শরীয়তরে ব্যাপারে আপত্তি। তাওয়াক্কুল ও আশাবাদ এমন একটি ভাব যা তাওহীদ, আকল ও শরীয়তরে দাবীর সমন্বয়ে গঠতি।

এর ব্যাখ্যা হলো: মাধ্যমরে দকিে মনোনবিশে মানে অন্তর দয়িে মাধ্যমরে উপর নর্িভর করা, অন্তরে আশা করা এবং এর উপরই ভরসা করা। সৃষ্টকিুলরে মাঝে কউে এটা পাওয়ার অধকিার রাখে না। কারণ সৃষ্টরি কউে স্বতন্ত্র নয়। সৃষ্টরি অংশীদার ও প্রতপিক্ষ থাকা অনবির্য। তদুপরি, যদি মাধ্যমরে স্রষ্টা মাধ্যমকে সবো দয়োর জন্য অনুগত না করতনে, তাহলে সে অনুগত হত না। এর থকেে স্পষ্ট হয় যে আল্লাহ সব কছিুর প্রভু ও মালকি। আসমান-যমীন, এই দুইয়রে মাঝে যা আছ,ে গ্রহ-নক্ষত্র এবং এগুলো যা কছিুকে ধারণ করে আছে এই সব কছিুর একজন স্রষ্টা ও পরচিালক রয়ছেনে।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/১৬৯)]

তনিি (রাহমিাহুল্লাহ) আরও বলনে: “সুতরাং বান্দার উচতি তার অন্তরকে আল্লাহর উপর নর্িভরশীল করা। কোনো মাধ্যমরে উপর নয়। আল্লাহই দুনয়িা ও আখরিাতরে কল্যাণকর মাধ্যমসমূহ তার জন্য সহজ করে দবিনে। যদি মাধ্যমগুলো তার সাধ্যরে মধ্যে থাকে এবং মাধ্যমগুলো গ্রহণ করতে সে আদষ্টি হয়, তাহলে সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার সাথে ঐ মাধ্যমগুলো গ্রহণ করব।ে যভোবে সে ফরয বধিানগুলো আদায় কর।ে যভোবে সে শত্রুর সাথে জহিাদ কর।ে তথা সে অস্ত্র বহন কর,ে যুদ্ধরে ঢাল পরধিান কর।ে শত্রুকে প্রতহিত করার ক্ষত্রেে সে আদষ্টি জহিাদ বাদ দয়িে কবেল তাওয়াক্কুল করাকে যথষ্টে মনে করে না। যে ব্যক্তি আদষ্টি মাধ্যম গ্রহণ করে না: সে অক্ষম, অবহলোকারী ও নন্দিতি।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৫২৮, ৫২৯) থকেে সমাপ্ত]

দুই:

উদাহরণস্বরূপ আপনার ক্ষত্রেে আপনার পতিা-মাতা আপনার খরচপ্রাপ্তরি 'মাধ্যম'। আপনার এটা জানা আবশ্যক য,ে আল্লাহই তাদরেকে 'মাধ্যম' বানয়িছেনে। আপনার উপর এই বশ্বিাস করাও আবশ্যক যে আল্লাহ আপনাকে রযিকি দওেয়া ও আপনার খরচ বহন করার একাধকি মাধ্যম নর্িধারণ করতে সক্ষম। আপনার আশপোশে তাকান। সকল ছাত্ররে খরচ কি তাদরে পরবিার বহন করছ?ে! উত্তর: নঃিসন্দহেে না। আপনি যদি তাদরে রযিকিরে মাধ্যমসমূহ দখেনে তাহলে দখেতে পাবনে তা অনকে, বহুবধি ও বহুরূপ। সুতরাং রযিকি কবেল পতিা-মাতার মাঝে সীমতি নয় যে আপনি রযিকিরে 'মাধ্যম' ছন্নি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবনে। তাদরে দুইজনকে রযিকিদাতা আল্লাহর সমমর্যাদা দয়োর অধকিার আপনার নইে। কারণ সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে তফাৎ অনকে। মাধ্যমরে স্রষ্টা ও মাধ্যমরে মাঝে ব্যবধান বহুদূর।

কুরআনে এসছে:

أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

“তনিি যদি তার রযিকি বন্ধ করে দনে, তাহলে কে আছে যে তোমাদরেকে রযিকি দতিে পার?ে (কউে নইে,) বরং (নর্িবোধরে মত) তারা অবাধ্যতা ও অনীহার মধ্যে অটল রয়ছে।ে’[সূরা মুলক: ২১]

আপনি আল্লাহর এই বাণীটি নয়িে একটু ভাবুন, তাহলে দখেবনে বষিয়টি একবোরে স্পষ্ট। এখানে আল্লাহ তাআলা কাফরেদরেকে জানাচ্ছনে যে রযিকিরে মাধ্যমসমূহ যমেন: বৃষ্টি, নদ-নদী, ঝরনাসমূহ ইত্যাদরি মাধ্যমে তনিি রযিকি নর্িধারণ করনে। তনিি যদি চান তাহলে এই মাধ্যমগুলোকে বাধা দতিে পারনে। বৃষ্টপিতনকে তনিি থাময়িে দতিে পারনে। নদীপ্রবাহকে তনিি স্থবরি করে দতিে পারনে। ঝরনাকে তনিি শুকয়িে দতিে পারনে। কার পক্ষে রযিকিরে এই মাধ্যমগুলোকে বাধা দয়ো সম্ভব? কংিবা এই মাধ্যমগুলোকে এনে দয়ো সম্ভব!

আপনার ইস্যুটরি নরিসনে নম্নিোক্ত আয়াত নয়িে একটু চন্তিা-ভাবনা করুন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“যে আল্লাহকে ভয় করে তনিি তার জন্য (সংকট থকেে) বরে হওয়ার পথ করে দবেনে। আর তাকে এমন জায়গা থকেে জীবকিার ব্যবস্থা করবনে যা সে ধারণাও করে না। যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তনিইি যথষ্টে। নশ্চিয়ই আল্লাহ তার উদ্দশ্যে পূরণ করবনে। আল্লাহ সবকছিুর জন্য একটি মাত্রা ঠকি করছেনে।’[সূরা ত্বালাক: ২,৩]

আপনি মনে করছনে য,ে আপনার বাবা-মা মারা গলেে আপনার খরচ বন্ধ হয়ে যাব।ে অথচ আল্লাহ আপনাকে লক্ষ্য করে বলছনে, যদি বান্দা আল্লাহকে ভয় কর,ে তথা তাঁর আদশে পালন কর,ে তাঁর নষিধে থকেে বরিত থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে এমন উৎস থকেে রযিকি দবিনে যা সে ভাবনেি! অর্থাৎ রযিকিরে এমন সব 'মাধ্যম' সহজ করে দবিনে যা তার ভাবনায়ও ছলি না, যা সে কল্পনাও করনে।ি যদি বান্দা আল্লাহ তাআলার ওপর প্রকৃত তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর,ে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার দুঃশ্চন্তিাগুলো দূর করে দবেনে এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবনে। আর এটইি আপনার অবস্থার প্রকৃত চকিৎিসা—যখোনে আপনি রযিকিরে মাধ্যম ও মাধ্যমরে স্রষ্টার মধ্যে গুলয়িে ফলেছেনে এবং যে দুঃশ্চন্তিা ও উদ্বগেে আক্রান্ত হয়ছেনে তার প্রকৃত চকিৎিসা এটাই।

আপনি এই ইমামরে বক্তব্যটুকু পড়ুন, এর মাঝে আপনি আপনার উদ্বগে, দুশ্চন্তিা ও দুর্ভাবনার উপযুক্ত ঔষধ পাবনে। শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা’দী রাহমিাহুল্লাহ নম্নিোক্ত আয়াতরে তাফসরিে বলনে:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

‘আর যদি তারা (স্বামী-স্ত্রী) পরস্পর বচ্ছিন্নি হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য (সম্পদ) থকেে প্রত্যকেকে অভাবমুক্ত করবনে। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাবান।’[সূরা নসিা: ১৩০]

‘উক্ত আয়াতে ইঙ্গতি প্রদান করা হয়ছেে যে বান্দার উচতি তার আশাকে কবেল আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। আল্লাহ যদি তার জন্য রযিকি ও প্রশান্তরি কোনো মাধ্যম নর্িধারণ করে রাখনে, তাহলে এর জন্য তার উচতি আল্লাহর প্রশংসা করা এবং আল্লাহ যনে এতে বরকত দনে সইে দোয়া করা। যদি সইে 'মাধ্যম' নঃিশষে হয়ে যায় বা অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে এর জন্য তার মন বক্ষিপ্তি হয়ে পড়বে না। কনেনা এই মাধ্যমটি অসংখ্য মাধ্যমরে মধ্য থকেে একটি মাধ্যম মাত্র। ঐ নর্িদষ্টি মাধ্যমরে জন্য বান্দার রযিকি থমেে থাকবে না। বরং তার জন্য এর থকেে উত্তম ও উপকারী মাধ্যম খুলে যাবে। হয়তো তার জন্য একাধকি মাধ্যম খুলে যাবে। সুতরাং তার উচতি হলো সর্বাবস্থায় নজিরে রবরে অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি আশাবাদকে সামনে রাখা ও মনরে কন্দ্রেবন্দিুতে রাখা। আশা নয়িে অধকি পরমিাণে দোয়া করা। কারণ আল্লাহ তাঁর নবীর বচনে বলছেনে: “বান্দা আমার ব্যাপারে যমেন ধারণা করে আমি তমেনই। যদি সে আমার ব্যাপারে উত্তম ধারণা করে, তাহলে আমি তার জন্য সে রকম। আর যদি সে আমার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করে, তাহলে আমি তার জন্য সে রকম।’[হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী ‘সহহিুত তারগীব’ (৩৩৮৬) গ্রন্থে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে] তনিি আরও বলনে: ‘‘তুমি যতক্ষণ আমার কাছে দোয়া করবে এবং আমার কাছে আশা করবে, আমি ততক্ষণ তোমার থকেে সংঘটতি সকল কছিু ক্ষমা করে দবি। আমি কোনো কছিুর পরোয়া করব না।’[হাদীসটি তরিমযিী (২৮০৫) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তরিমযিী’ গ্রন্থে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে][তাইসীরুল লাত্বীফুল মান্নান ফী-খুলাসাতি তাফসীরলি আহকাম (পৃ. ৮৫) আল-মাআরফে ছাপা]

আল্লাহর বান্দা!

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হাদীসটি মনোযোগ দয়িে ভাবুন। তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছেনে: “তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করতে তাহলে তনিি তোমাদরেকে সভোবে রযিকি দতিনে যভোবে তনিি পাখকিে রযিকি দনে। পাখি সকালে খালি পটেে বরে হয়ে যায় সন্ধ্যায় ভরপটেে ফরে।’[হাদীসটি আহমাদ (২০৫) ও তরিমযিী (২৩৪৪) বর্ণনা করছেনে। শাইখ আলবানী হাদসিটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

জনেে রাখুন, আপনার বষিয়টি হচ্ছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বাস্তবায়ন করা, তাঁর উপরইে সত্যকিার আশা করা এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরা। কারো মৃত্যু কংিবা কারো জীবনকে নয়। কোন সৃষ্টরি ব্যাপারে আল্লাহর চরিায়ত নয়িম কারো জীবন কংিবা মৃত্যুর কারণে পরবির্ততি হয় না!!

তনি:

সর্বশষে একটি বষিয়রে মাধ্যমে আপনার সাথে আলোচনা শষে করব। সটেি হচ্ছে: হতে পারে আপনার মনে যত দুঃশ্চন্তিা আসছে, যত দুর্ভাবনায় আপনি আক্রান্ত হচ্ছনে এটি আপনার দ্বারা ঘটে যাওয়া পাপরে কারণে। আপনি নজিরে দকিে নজর

দনি। আপনি কোনো গুনাহতে লপ্তি থাকলে সটোর প্রতকিার করুন। কারণ যার অবস্থা এমন আল্লাহ তাকে দ্রুত শাস্তি দয়িে দতিে পারনে। সহশকি্ষা রয়ছেে এমন বশি্ববদ্যিালয়গুলোতে কত ধরনরে অনষ্টি ও পাপ বদ্যিমান তা আমরা জানি। তাই আপনি এমন পাপাচার থকেে বরিত থাকতে ও সগেুলো থকেে তাওবা করতে সচষ্টে হোন।

ইমাম ইবনু কাইয়্যমিলি জাওযয়িাহ রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘পাপরে অন্যতম শাস্তি হলো: আল্লাহ তা‘আলা পাপীর অন্তরে ভয় ও আতঙ্ক ঢলেে দনে। ফলে আপনি সবসময় তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দখেতে পাবনে। নশি্চয় আল্লাহর আনুগত্য আল্লাহর সর্বশ্রষ্ঠে দুর্গ। যে ব্যক্তি এই দুর্গে প্রবশে করে সে দুনয়িা ও আখরিাতরে শাস্তি থকেে নরিাপত্তা লাভকারীদরে একজন। আর যে ব্যক্তি এই দুর্গ থকেে বরেয়িে যায় ভয়-ভীতি তাকে চারদকি থকেে ঘরিে ধরে। যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে তার ক্ষত্রেে ভয় নরিাপত্তায় পরণিত হয়। আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার ক্ষত্রেে নরিাপত্তা ভয়ে রূপ নয়ে। তাই আপনি পাপী ব্যক্তকিে এমন অবস্থায় পাবনে যনে তার অন্তর পাখরি দুই ডানার মাঝে কাঁপছে। বাতাসে দরজা ধাক্কা দলিে সে ভাবে: ‘আমাকে ধরতে এসছে।ে’ পদধ্বনি শুনলে সে আশঙ্কা করে: ‘মৃত্যুর দূত চলে এসছে।ে’ সে মনে করে: যে কোনো চচোঁমচেি বা চৎিকারই তার বরিুদ্ধে, যে কোনো অমঙ্গলই তাকে টার্গটে করছে। তাই, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাকে সব কছিুর ভয় থকেে নরিাপত্তা দনে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে না আল্লাহ তাকে সব কছিু থকেইে ভয় দখোন।’[আল-জাওয়াবুল কাফী (পৃ. ৫০) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।